কলেজ নামকরণের ইতিহাস :

নড়াইল জেলার কালিয়া উপজেলা চারিদিকে নদীবেষ্টিত একটি বদ্বীপ। এ এলাকার অধিকাংশ জনগন কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী দরিদ্র জনগোষ্ঠী। তাদের সন্তানদের উচ্চতর লেখাপড়া শেখানোর জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবিছিল দীর্ঘদিনের। তাদের দাবী পুরনের জন্য এগিয়ে আসেন অত্র জনপদের জাতীয় সংসদ সদস্য , মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, জাতির জনকের আস্থাভাজন জনাব এখলাছ উদ্দীন আহম্মেদ সহ শিক্ষাবিদ, মুক্তিযুদ্ধের অপর সংগঠক ও শহীদ বুদ্ধিজীবী জনাব শেখ আব্দুস সালাম। কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাকদেন, তখন ১৯৭১ সালে শেখ আব্দুস সালাম কালিয়া থানা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক হিসেবে এ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে মুক্তি যুদ্ধে যোগদানের জন্য অসংখ্য সভা করে এলাকার যুবকদের শুধু অনুপ্রানিতই করেননি, তাঁর সভাপতিত্বে এলাকায় ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ কালিয়া হাইস্কুল মাঠে এক জনসভার মাধ্যমে গঠিত হয় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ। এ সংগ্রাম পরিষদে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। ২৩মার্চ ১৯৭১ , আব্দুস সালাম পাকিস্তানের পতাকা নিজহাতেই পুড়িয়ে তদস্থলে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। ১৯৭১ সালে ২৭ মার্চ তারিখে নড়াইলের ট্রেজারী ভেঙ্গে সাতজন মুক্তিযুদ্ধার হাতে প্রদান করেন সাতটি অস্ত্র। তারা তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে ১৯৭১ সালের ২ মে তারিখে শেখ আব্দুস সালাম,এখলাছ উদ্দীন আহম্মেদ ও এ্যাড.আব্দুস সাত্তার অস্ত্র প্রশিক্ষনের জন্য ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে সবাই রাজাকার দ্বারা ধৃত হন। অন্যেরা পালাতে সক্ষম হলেও শেখ আব্দুস সালাম ছাড় পাননি। তাঁকে প্রথমে নড়াইল ক্যাম্পে,পরে যশোর সেনানিবাসে আনা হয়। সেখানে তিনি ১৯৭১ সালের ১৩ মে তারিখে বাংলাদশের এ মহান মুক্তিযুদ্ধা পাক হানাদার বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শহীদ হন। পরবর্তীতে বালাদেশ সরকার তাঁর নামে ১৯৯৮ সালে ২টাকা মূল্যমানের স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেন। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে এলাকার শিক্ষানুরাগী, রাজনীতিক,হিতৈষী ব্যক্তিবর্গকে সাথে নিয়ে বীরমুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক অত্রজনপদের জননেতা জনাব এখলাছউদ্দীন আহম্মেদ তাঁর সহযোদ্ধা, বন্ধুপ্রতীম কালিয়া থানা আওয়ামীলীগের সভাপতি, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক. শিক্ষাবিদ ও শহীদ বুদ্ধিজীবী শহীদ শেখ আব্দুস সালামের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধারেখে প্রতিষ্ঠা করেন সরকারি শহীদ আব্দুস সালাম কলেজ। প্রতিষ্ঠার লগ্ন হতে শিক্ষায় অনগ্রসর এলাকার জনগোষ্টির সন্তানেরা শিক্ষা অর্জন করে আসলেও প্রকৃত জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা দেশরত্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আস্থাভাজন জাতীয় সংসদ সদস্য, কালিয়ার কৃতি সন্তান,বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ,জনাব কবিরুল হক (মুক্তি) মহোদয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে প্রেরিত পত্র নং ০৩.০০১.০০০.০০.০০.০৬.২০১৪-১১০ তারিখ ০৯ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক কলেজটিকে জাতীয়করণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই অন্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমতির পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্বারক নং ০৩.০০১.০০০.০০.০০.০৬.২০১৪-৯৮ তারিখ ১৮ নভেম্বর,২০১৪ নং পত্র মোতাবেক ২০১৮ সালের ৮ই আগষ্ট খ্রিষ্টাব্দ থেকে কলেজটিকে জাতীয়করণ করা হয়। কলেজটিতে বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা এবং স্নাতক (পাস) পর্যায়ে বি.এ, বি.এস.এস, ও বি.বি.এস শাখা চালু আছে এবং পাবলিক পরীক্ষার পাশের হার বরাবরই সন্তোষজনক।